CALCUTTA 1 BERHAMPORE JA 19 72
283

Registered No 15

অমৃত বাজার পত্রিকা

৪ র্থভাগ } ৬ মাঘ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮সাল ১৮ই জানুয়ারি ১৮৭২ খৃঃঅব্দ } ৪৩সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।
৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার॥

গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ পত্রের উন্নতি সাধনের আর একটি পথ পরিস্কার করিয়াছেন। এখান হইতে ইংলণ্ডে সম্বাদ পত্র পাঠাইতে যে মাসুল লাগিত, তাহার ৪ পাই কমাইবার এবং সম্বাদপত্র রিডাইরেক্টর হইলে ও অর্দ্ধ আনা মাসুলের অধিক না লাগিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

আমরা শুনিলাম টুইডী সাহেব নিয়ম করিয়াছেন যে সম্বাদ পত্র যেখানে মুদ্রিত হয় সেখান হইতে ডাকে রওনা না হইলে পূর্ব্বের মত এক আনা মাসুল লাগিবে। নিয়ম এই যে যেখান হইতে প্রকাশিত হয় সম্বাদ পত্র সেখানে ডাকে রওনা না করিলে অর্দ্ধ আনার অধিক মাসুল লাগিবে এবং টুইডি সাহেব প্রকাশিত ও মুদ্রিত শব্দের অর্থ এক করিতেছেন এবং তিনি এই নিমিত্ত গ্রাম বার্ত্তা প্রভৃতি যে সমুদয় সম্বাদ পত্র এক স্থলে মুদ্রিত ও অপর স্থলে প্রকাশিত হয় তাহার এক আনা মাসুল লাগিবে বলিতেছেন। টুইডি সাহেবের এটি বিষম ভ্রম হইয়াছে এবং বোম্বাইর নাইট সাহেব প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান একোনমিষ্ট বিষয় তত্তানুসন্ধান করিলে তাহার সে ভ্রম যাইবে।

এবৎসর মরকে কত গোরু মরিয়াছে এবং তাহা দ্বারা যে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা কলিকাতা নিবাসী কেহ অনুভব করিতে পারেন না। মফস্বলে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সমুদায় গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া একবিন্দু দুগ্ধ পাওয়া যায়না। একজন স্মলকজ কোর্টের জজ দুগ্ধ প্রাপ্ত হননা বলিয়া দুগ্ধ পান বন্দ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মফস্বলে ছানার সন্দেশ প্রায় পাওয়া যায় না। ভারি ভারি ক্রিয়া কলাপে নারিকেলের সন্দেশ ব্যবহার হইতেছে। কল ইহাদ্বারা ভারি চাষের অনিষ্ট হইবে। এদেশের লোকের ভারি সহিষ্ণুতা, কোন বিপদ উপস্থিত হইলে ইহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিরব হইয়া থাকে। নতুবা কৃষক দিগের যে রূপ বিপদ তাহা অন্য কোন দেশে হইলে এত দিন কান্নার রব উঠিত। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের এইসময় কোনদেশ হইতে গোরুর আমদানি করাকর্ত্তব্য। এদেশের লোকেরা প্রায় কৃষি জীবি সুতরাং গোরুর অভাব হইলে দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। আমরা শুনিলাম বনগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে কৃষকেরা চেতলা, উলুবাড়িয়া প্রভৃতির স্থান হইতে গোরু ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু বন্যা দ্বারা লোকের যে রূপ সর্ব্বনাস হইয়াছে মরকের নিমিত্ত গোরু যে রূপ দুর্ল্লভ হইয়াছে তাহাতে মফস্বলে অনেক প্রয়োজনীয় মত গোরু ক্রয় করিতে পারিবেনা। সুতরাং কর্ষনাভাবে অনেক ভুমি পতিত থাকিবার সম্ভাবনা।

আমরা নিম্নের কয়েক পঁক্তি সমাচার চন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

অমৃত বাজার অল্প দিন হইল বঙ্গ দেশের রঙ্গ ভুমিতে ক্রীড়া করিতেছে, চন্দ্রিকার নিকট বাল্য ক্রীড়া ব্যতীত আর কি বোধ হইবেক? যাহা হউক তাহার বিষয় দুই এক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না অমৃত বাজারের বাক্য গুলি তেজিয়ান, বাঙ্গালীদিগের নিকট অমৃত তুল্যই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট সর্ব্বদা বিষ বৃষ্টি ব্যতীত অনুভুত হয় না। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার চেষ্টা অমৃত বাজারের ন্যায় কোন পত্রিকায়ই দেখা যায় না। এমন কি নিজ কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু দুই একটি দোষ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, (যুবক দিগের নিকট বৃদ্ধের সর্ব্বদা ক্ষমার যোগ্য) গবর্ণমেণ্টকে যত দূর বলা হয়, তাহাতেই নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, যদিও ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ স্বার্থ পরতা প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা যে বাঙ্গালিদের অদ্বিতীয় উপকার লাভ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিতে গেলে অমৃত বাজারের দলে মিলিতে হয়।

যাহারা গবর্ণমেণ্টের যত দোষ প্রকাশ করেন তাহারা গবর্ণমেণ্টের তত হিতাকাঙ্ক্ষী।

স্যামের রাজা এখানে যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথা নিয়মে গৃহীত হইয়াছেন। রাজার বয়স কুড়ি বৎসর, মধ্যাকৃতি, বর্ণ কাল দেখিতে বুদ্ধিমান বোধ হয়। ইনি ইংরেজি জানেন। এ দেশে ইহাঁর পদার্পণের উদ্দেশ্য অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। তবে সম্ভবতঃ ইংরাজ রাজ শাসন প্রণালী, প্রভৃতি পরিদর্শন দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রাজার নাম সমডেচ চৌফা চুলা লোন করণ এবং উপাধি প্রাবত সন্দেচ প্রাবারা ম্যাইন তারা মহা চুলে ই অন কুও ক্লও প্রাচুও পেন ডিন শ্যাম।

এবৎসর উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ আগামী শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে সাত দিন থাকিবে। ১১ই মাঘে নগর সংকীর্ত্তন না হইয়া তাহার পূর্ব্বের রবিবারে এই উৎসবটী হইবে এবং উৎসব, এক দিন কেবল ব্রাহ্মিকা দিগেরনিমিত্ত হইবে তাহাতে কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত থাকিবেন না। শেষ দিন বাগানে গিয়া উৎসব ও প্রীতি ভোজন হইবে। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মরা এই নূতন বন্দ বস্তের বিষয় অবগত নন তাহারা ১১ই মাঘেই অনেকে এখানে আসিবেন সুতরাং উৎসবের আনন্দ প্রথম হইতে উপভোগ বঞ্চিৎ হইবেন। ব্রাহ্ম দিগের এ বিষয়টী আর কিছু দিন পূর্ব্বে সাব্যস্ত করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য ছিল।

ষ্টিফিন সাহেবের প্রণীত সাক্ষ্য আইনের প্রতিবাদ করিয়া বেরিষ্টার ও উকিলেরা সম্প্রতি এক খানি আবেদন করেন। শুনা যাইতেছে তাহাদের প্রার্থনা মত ষ্টীফিন সাহেব আইনের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

আমরা কষ্টম বিভাগের রিপোর্ট পাঠে অবগত হইলাম যে গত বৎসর তদপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় সমধিক বানিজ্য ব্যবসায় হইয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় ১৫৯ খান অধিক জাহাজের আমদানি এবং ১৫৬ খান অধিক জাহাজের রফতানি হইয়াছে। প্রায় পোনে দুই কোটি অধিক টাকার পণ্য দ্রব্যের আমদানি রফতানি হইয়াছে। লবণ থান কাপড় এবং সুতার আমদানি অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। সুরা, ও লৌহের আমদানি এবৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প। এদেশ জাত দ্রব্যের মধ্যে, তুলা, পাট, খোলে তিশি, চালি চামড়া চা এবং নীলের রফতানি অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা নিম্নোক্ত ঘটনাটি কোন বিশ্বস্থ সুত্রে অবগত হইলাম। চাটগাঁর এক জন ডিপুটি মাজিস্ট্রেট একটি অশ্ব ক্রয় করেন এবং অশ্ব আরোহন করিয়া প্রত্যহ পরিভ্রমণ করিতেন। সেখান কার সিবিল সরজনও প্রত্যহ অশ্বে ভ্রমণ করিতেন ও ডিপুটি বাবুর সঙ্গে প্রত্যহ তাঁহার সাক্ষাত হইত। দুর্ভাগ্য ক্রমে ডিপুটি বাবুর অশ্বটি ডাক্তারের অশ্ব অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং ডিপুটি বাবু

সাহেবের মত পোষাক পরিধান পূর্ব্বক সগৌরবে অশ্ব চালনা করিতেন। ডাক্তার সাহেব প্রত্যহ বৈরক্তির সঙ্গে তাহার প্রতি এই নিমিত্ত দৃষ্ট নিক্ষেপ করিতেন, এক দিন বাঙ্গালীর এত আসপর্দ্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া ডিপুটি বাবুকে এক চাবুক লাগাইয়া দেন। ডিপুটি বাবু ডাক্তারের নামে মাজিস্ট্রেটীতে অভিযোগ করেন। মাজিস্ট্রেট তাহাকে মকর্দ্দমা ডাক্তারের সঙ্গে নিষ্পত্ত্য করিতে অনুরোধ করেন। বাবু ইহাতে সম্মত হন এবং সম্মত হওরায় মাজিস্ট্রেট তাহাকে ডাক্তারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করেন। ডিপুটি বাবু বেত খেলেন, আবার উল্টে ডাক্তারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন শুনিয়া অবাক হইলেন এবং মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা পালনে অসম্মত হইলেন। আমরা শুনিলাম এই মকর্দ্দমার কাগজ পত্র কমিশনারে নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে। ফল আমরা মাজিস্ট্রেটকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি যে ডাক্তারের নিকট ডিপুটি বাবুকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন তাহা তিনি কি বলিয়া করিবেন! ডিপুটী বাবু কি ডাক্তারের নিকট ইহাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তিনি বলেন যে "ধর্ম্মাবতার, আপনি আমাকে বেত্রাঘাত করেন তাহার নিমিত্ত আপনার হস্তে যে বেদনা লাগে তাহার জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।" অথবা আমাকে বেত্রাঘাত করিতে আপনার চাবুকের যে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহার নিমিত্ত আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, অথবা আমি দ্রুত বেগে অশ্ব চালনা করিতে ছিলাম সুতরাং আপনি মনের সাধে আমাকে বেত্রাঘাত করিতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করুন, অথবা আমার গায়ে বস্ত্র ছিল তাহাতে আপনার বেত্রাঘাত শরীর হইতে শোণিত নির্গত হয় নাই আমি সেই নিমিত্ত আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ভরসা করি আমাদের সংবাদ দাতা উত্যুক্তি করিয়াছেন।

মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ষ্টেট সেক্রেটরি দ্বারা গবর্ণর জেনারেলের নিকট এই টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজ পুত্রের পীড়ার নিমিত্ত তাহার ভারতবর্ষীয় প্রজারা যে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত মহারাণী তাহাদের উপর ভারি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এই বিষয় প্রজাদিগকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তিনি গবরণর জেনারেলকে আদেশ করিয়াছেন।

২৫ জানুয়ারিতে এদেশের জন সংখ্যা লওয়া হইবে এবং জন সংখ্যা লইতে কোন গোল যোগ না হয় এই নিমিত্ত উহার রীতি নীতি পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

সঙ্গীতের ক্রমে উন্নতি দেখিতেছি, আর এ উন্নতি নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয়। গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ব্যতিত আমাদের কোন কার্য্যই হয় না কিন্তু অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট আমাদের সঙ্গীতের কোন সাহায্য করেন নাই বরং কতক ক্ষতি করিয়াছেন। তাহারা আমাদের সঙ্গীত কে অবজ্ঞা করেন ও আমাদের শিক্ষা দেন যে আমাদের সঙ্গীত ঘৃণার সামগ্রী আর এই শিক্ষা পাইয়া কত মস্ত মস্ত বিদ্বান লোকে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক ক্ষতি করুন না করুন সাহায্য যে কোন প্রকারে কখন করেন নাই তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব সঙ্গীতের উন্নতি নিশ্চিত। সঙ্গীতের স্বরলিপী প্রস্তুত হইয়াছে শুতরাং এখন যে রাগ রাগিণী গুলি আছে তাহা আর নষ্ট হইবার সম্ভব নাই। বাবু ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। বাবু শৌরীন্দ্রমেহন ঠাকুর—এ দেশে তাহাকে সঙ্গীতের আধুনিক উন্নতির প্রধান কারণ বলিতেহইবে—কয়েক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহার পরে সঙ্গীত বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ক্রমে উন্নতি দেখা যাইতেছে। এখন ছাত্র সংখ্যা প্রায় ষাইট এ রূপ যে বিদ্যালয় চলিবে ৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। আবার এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখা যাইতেছে যে জন কয়েক সঙ্গীত বেত্তা এক খানি সঙ্গীত সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকা প্রচারকরিবার সংকল্প করিয়াছেন। এটী শুভ সংবাদ না? আমরা ভরসা করি সংঙ্গীত প্রিয় লোক শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের এই পত্রিকা গ্রহণ অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, বাবুশৌরীন্দ্রমোহন দুই খানি বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত করিতেছেন। এক খানির নাম "যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা" এ পুস্তক খানির কিয়দংশ আমরা পাঠ করিয়াছি। ইহাতে যত পরিশ্রম, অনুসন্ধান ও সংঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পুস্তক পাঠ না করিলে অনুভব করা যায় না। শৌরীন্দ্র বাবুর আর এক খানি গ্রন্থের নাম বোধ হয় "যন্ত্র কোষ" হইবে। এখানিও মুদ্রিত করিতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভারত বর্ষের যত সংঙ্গীত যন্ত্র, তাহাদের বিবরণ, বর্ণনা ইতিহাস, পরিভ্রমণ, ইহারা কোন দেশে কি নাম ধারণ করে, কোন দেশে কবে কি রূপে প্রচলিত হয়, কি রূপে বাদিত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি লিখিত আছে। যদি শৌরীন্দ্র বাবু এ সমুদায় উত্তম রূপে লিখিতে পারিয়া থাকেন তবে কত পরিশ্রম করিয়াছেন পাঠক অনুভব করুন।

জাতীয় মেলা মাঘ সংক্রান্তি দিবস বাবু মতিলাল শীলের বাগানে হইবে। জাতীয় মেলা বৎসর বৎসর চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা হয়, এরূপ ভিত্তি ভুমির উপর এরূপ একটী বৃহত উৎসব গঠন করা নির্বিঘ্ন নহে। ইহার নিমিত্ত একটী চিরস্থায়ী ফণ্ড থাকা উচিত। অনেকে প্রস্তাব করিতেছেন, জাতীয় মেলার উপলক্ষ্যে একটী নাট্যাভিনয় করিয়া দর্শক দিগের প্রতি একটাকা করে টিকিট করিলে বৎসর বৎসর কিছু অর্থ সঞ্চয় হইতে পারে এবং পরিণামে প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা কিন্তু জাতীয় মেলায় যে সমুদয় আন্দোৎসব হইবে টিকিট হইলে সাধারণে তদুপভোগে বঞ্চিত হইবে অতএব জাতীয় মেলার যে উদ্দেশ্য তাহার বিপরীত কাজ হইবে। আমাদের বিবেচনায় যাহারা এসমুদয় আপত্ত্য উত্থাপন করেন তাহাদের এটি বিবেচনা করা উচিত যে যাহাদের পক্ষে এক টাকা ব্যয় করা অসম্ভব তাহার নাট্যাভিনয়ের কিছু বুঝিতে পারে না সুতরাং টিকিট করিলে সাধারণ সম্ভবতঃ অতি অল্প ক্ষতি গ্রস্ত হইবে এবং যে পরিমাণে ক্ষতি হইবে কিন্তু কিছু টাকা সঞ্চিত হইলে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া মেলাকে বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিষ্ণু করিবে। বিশেষতঃ মেলাতে অভিনয় ভিন্ন আর আর অনেক আমোদ আহ্লাদ হইবে। মেলার কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের নিকট আমরা এই উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব করিব। আমাদের দেশের শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা অনেক দোষের মুল। অতএব ব্যয়াম চর্চ্চা ও অন্যান্য উপায় দ্বারা শরীর যাহাতে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় হয় তাহার প্রতি তাহাদের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। তাহারা যে স্থানে২ ব্যয়াম চর্চ্চার নিমিত্ত স্কুল স্থাপন কি বলদায়ক আহারীয় ব্যাবহারের নিমিত্ত সকলকে মত লইতে পারিবেন আমরা তাহা বলি না তবে মানসিক উন্নতির ন্যায় যে মনুষ্যত্বের নিমিত্ত শরীর সুঠাম সবল ও সুস্থ হওয়া কর্ত্তব্য দেশীয় গণের মনে সেটি যাহাতে প্রতীতি ও বদ্ধ মূল হয় তাহারা এটী অনায়াসে করিতে পারেন।

গত মঙ্গল বারে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। ষ্টীফিন সাহেব বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত এই আইন উত্থাপন করেন। তিনি প্রথম এই আইনটির আদ্যোপান্ত ইতিহাস প্রকাশ করেন এবং কি রূপে ব্রাহ্ম ম্যারেজ বীল ক্রমে সিবিল ম্যারেজ বীলে পরিণত হইল তাহা তিনি বর্ণনা করেন, পরে তিনি প্রকাশ করেন যে আইনের বর্ত্তমান আকৃতিতে এদেশের সকল সম্প্রদায়ীর সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা গেজেটে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তিনি তাহার কোন অংশ আবার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আমাদের ভারি গৌরবের বিষয় যে আমরা যে কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি করি তিনি সে সমুদায় গুলি সংশোধন করি

য়াছেন। প্রথম বিবাহের নুটিসের মিয়াদ ৫ দিন থাকে, আমরা ইহাতে আপত্তি করি এবং তিনি ৫ দিনের স্থলে ১৪দিন করিয়াছেন এবং যে রূপ কার্য্য প্রণালী করিয়াছেন তাহাতে নুটিসের প্রায় এক মাস পরে বিবাহ নির্ব্বাহ হইবে। গোত্র সম্বন্ধেও তিনি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণ নিয়ম করিয়াছেন যে এক বংশে চারি পুরুষের অতিরিক্ত হইলে বিবাহ হইবেনা এবং এই বিবাহ নিবন্ধন যে সমুদয় সন্তান সন্ততি হইবে তাহারা ইংলণ্ডের প্রচলিত নিয়মানুসারে বিবাহের কুটুম্বিতে করিতে পারিবে। এবং আইনে অতিরিক্ত একটী অধ্যায় এই মর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন যে এই আইন ইংরাজাধিকৃত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে। তিনি এই সমুদায় বিষয়ের একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন এবং লডমেও তাহার সপক্ষতা করেন কিন্তু অধিক অংশ সভ্য এরূপ গুরুতর বিষয় আর কিছু দিন সাধারণের তর্ক বিতর্কাধীন রাখা কর্ত্তব্য, এই রূপ সিদ্ধান্ত করায় আইন বিধিবদ্ধ হওনে আপাতত স্থগিত হইল। ১লা মার্চ্চের পরে ব্যাবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইবে সে সভায় এই আইনটি বিধিবদ্ধ হইবে, বর্ত্তমান সভাতে ইহার স্থিরকৃত হইল। ম্যারেজ বিলের কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি সম্বলিত দেশের এক সম্প্রদায়ী লোক ব্যবস্থাপক সভায় এক খণ্ড মেমোরিয়েল প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমরা ইহার এক খণ্ড মেমোরিয়েল প্রাপ্ত হইয়াছি। ষ্টিফিন সাহেব সম্প্রতি আইনের যে রূপ সংশোধন করিতেছেন তাহাতে অনেক বিষয় আবেদন কারি দিগের মন মত হইয়াছে তবে তাহারা ডাইবোর্সের বিষয় গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং আমরা ভরসা করি যদি পারেন তবে ষ্টিফিন সাহেব এই আপত্যের প্রতি যথাবিধ মনোযোগ করিবেন।

Mr. Stephen in a remarkably long speech presented the marriage Bill last Tuesday before the Council but it was again postponed some of the members amongst them the Hon'ble Lieutenant Governor of Bengal having hotly opposed its being passed so soon. So soon no doubt, for the Bill has been in the Legeslative anvil these four years. However Lord Mayo promised that the Bill would be positively passed in the begining of March. We must not omit this occassion to mention that Mr Stephen tried to make himself merry with the name of the *Amritabazar Pattrika* which he said was so hard that he could not pronounce it. We are rather surprised at this, for whatever opinion people might entertain of the supreme Law member, there are no two opinions as regards the lightness and volubilty of his tongue.

Babu Shama churn Dey—The question occurs in our mind, in spite of us, in spite of the Doctor's certificates that a man of Babu Shama churn Dey's age and delicate health should never brave the cold climate of England, the question occurs why Babu Shama Churn declined to go to England. Why he declined an offer which if accepted would not only make him a historic personage but would benefit his countrymen so largely and in various ways? Has he no ambition, no desire to serve himself, his relations friends and countrymen? Is it possible that he is completely devoid of the desire to distinguish himself? If so he must be something more or less than human. Was there ever such an offer made to a Bengallee by the proud, self-sufficient and conquering Saxon? Are not the Natives debarred from all high, higher and highest appointments ostensibly on the ground that Natives are unfit for posts of responsibility? Are not servants for the British Government imported from a distance of 10 thousand miles at ruinious costs simply because indigeanous labour is worthless? And why the Natives of India groan under taxation, why does Government feel the necessity of imposing vexatious and unpopuler taxes? It is because they reject indigeanous labour and import foreign labour. It was in Babu Shama Churn Dey's power to convince the world, that if the Natives are ostracised from all Posts of Government it is not because they are worthless. It is something else than their worthless ness, which stands in their way of their serving in their own country. When we feel that it was in Babu Shama Churn Dey's power to prove to our conquerors and rulers that the Natives deserve their patronage, sympathy and support, we altogether forget what the Doctors certified regarding his health and advanced age. He might have been a great and distinguished man but that is small matter but he *might have raised his country along with him.* When we think of this splendid chance, and how it has been snatched from us, our faith in the high destiny of our nation recieves a cruel shock indeed. Is there no hope for India? Why was Babu Shama churn such an able Officer? Why was he not young, strong, and enterprising? Why was not another man selected? Why was the only man who could serve Government so unenterprising, so unpatriotic and so deliate? There are millions of strong and ambitious Hindoos but the only man who was wanted was not. The disappointment has been deep and general. Government has since Lord Cornwallis' time kept the doors of all high employments jelously locked. The Financial Department has been more strictly guarded if possible What is *in* the several departments under Government no Native has hitherto seen, Babu Shama Churn Dey had only a peep in one of them, and it seems he knows more than those privileged beings who reside with in the enclosures. Perhaps it is this familiarity with his department that has induced him to decline the offer. Babu Shama churn Dey is a most innocent and quiet sort of a good man. He has faithfully and ably served his superiors and never complained. Alas, complaints he had many, how he was superceded almost every year by pale-faced assistants who first learnt their a, b, c, of finance from him, how he was pumped out of his knowledge by his superiors without acknowlegement; all these are subjects of common gossip, but Babu Shama churn Dey never complained. Who knows that he was afraid to go? He perhaps thought Mr. Chapman may not like him the more if he accepts the offer, perhaps he did not like to excite the jealousy of Europeans generally, perhaps he dreaded the frowns of powerful Europeans, and he thought that the smiles of the State Secretary would scarcely save him from the hornets raised by him by his imprudence. He is not a rich man and naturally therefore more afraid to lose what he possesses than to desire to have more. Or perhaps he was afraid to give evidence to the Finance committee, where he would have been certainly dragged if he had proceeded to England. He did not like to throw himself into such a predicament. He was afraid of Fawcett, he was afraid of Grant Duff, and between two such antagonists he might have been torn piece meal. He very well remembered how Mr. Geddes was handled by the Under Secretary, how he was reminded that he was a Government servant and ought to take care how he maligned his masters, and Babu Shama churn Dey was afraid of such reminders from Mr. Grant Duff. He was throughly conversant with his own department, he knew that his department was a great sinner and if compelled to give his evidence he knew the course was plain before him. He could not speak untruth, prevaricate or suppress any fact, he was naturally too conscienscious to be capable of doing that. The consequence would be that Mr. Fawcett would applaud him, his countrymen and all rightminded Europeans such as the *Friend* would applaud him, but grant Duff! Who to save him from the ire of Mr. Grant Dūff? We believe some such thoughts induced him to stay, the Doctor's ceritficates or his orthodoxy has nothing to do with it

---

Illgal Cesses of Zemindars—Though we do not know what party, or sections of the Indian community Mr. Campbell loves it is certain he loves not the Bengal zemin-

dars. If Lord Lawrence liked them not, the zemindars had all along by singular good fortune secured the good graces of the Governors of Bengal. From Mr. Halliday to the time of Mr. gray, the zemindars had all along found in the Lieutenant Governors of Bengal firm friends ready to defend them from the encroachment of the India Government. It is now for the first time that both the Governments have come into an understanding to attack and pump the landed proprietors of Bengal. This has alarmed them and the recent exposure of the Orrissa zemindars and the strong minute of the Lieutenant Governor upon it have alarmed them still more. It is not only because that Mr. Campbell loves them, not it is because they are guilty guilty the zemindars are generally, there are honorable exceptions but their number unfortunately very small. If we cannot sympathise with Mr. Campbell in his attempt to teach us self--Government by the imposition of few more taxes, here we can most fully and heartily. The Ryots of Bengal are a wretched race, and both the zemindars and Government have made them so. Government may not know the real condition of the peasants but the zemindars do, and what is the result? Their knowledge of the condition of their peasantry does not deter them from exacting illegal cesses but only helps them to do it with impunity, and we are indeed thankful to Government for having taken this subject into its serious consideration. We hope any strong measure with which Mr. Campbell threatens the zemindars will not be necessary, their good sense will point out to them the necessity of speedy reformation. Disliked by the Government which bye the by is very despotic and considers them only unwelcome sharers of the ryot's fate which according to its opinion property belongs to it, their position is very insecure. If they have no huminity in them they at least ought to fear for their existence which depend entirely upon the breath of a despotic potentate. But while we unreservedly condemn the zemindars, we mnst condemn Government much more, not for having taken the part of the ryots for which as we said we are thankful but for having set bad examples to zemindars. Bad masters make bad ser--vants, and if Government itself had been immaculate zemindars would have not dared to sin. Those cesses which the zemindars illegally exact from the ryots, were no more illegal before 1793. It was then that Government discovered that it would be more profitable and convenient to abolish all the mumerous cesses with which the Ryots were harrassed and to fix in their place a permanent land revenue. No wonder then that the zemindars should yet stick to previous traditions. These cesses now so justly condemned were after all at one time not only legal but were paid cheerfully by the ryots. Then again all these cesses are not extorted by force and fraud, some are even now paid cheerfully and we believe will be paid so long the nation is not completely denationalized. It cannot be also denied that often times contributions exacted by force are applied for the benefit of the ryot, neither we believe it will be denied that oftentimes the zemindar suffers for the deshonesty and cruelty of his servants whom he cannot control from a distance or for his idleness and ignorance. But why does not Government which ought to be strictly just, strictly honest and above suspicion do better? If the zemindar's servants levy black mail does not the common Durwan of the *shaheb* do the same with those natives who happen to have business with his master? Are not all courts corrupted and are not all inferior servants of Government so many illegal cess collectors? Then as for taking by force and applying that money for the benefit of the people is the avowed and cheri shed policy of Government. Government iswill be not ashamed to own it, on the contrary that is the only reason which is turimphantly set forth when charged for being exacting. "Do not do what I do but do what I say" is an injunction which is scarcely obeyed- We are sincerely glad that government has at last seriously cast its glance against those inhuman landlords who after rackrenting their ryots fleece them over again by various vexatious and ruinous cesses, but we would be still more glad, if government had along with the reformation of the Zeminders reformed itself- Those illegal cesses were for ever abolished in 1793 why then the income tax? Why the road cess? They are certainly not illegal for the spring of the lawmaking machine is in the hands of government, but they are as much unjust as are levied by the oppressive Zeminders. Then thisMuffosil Municipaliti es Bill will greatly facilitate the levy of these cesses. Suppose only that the government had another government with distlnct interests to sit in judgment upon it the result would be precisely what we see now in the case of Zeminders and government. Why not Government set a good example to its subjects, that would be more effective than threats of punishment, confiscation and *khas* mangement-.

THE COMING BUDGET—Speculations are rife as to the nature of the fourth Budget of Mr. Temple which is expected within 2 months. All these speculations however consist in guessing whether Government will reduce or increase, abolish or retain the Income tax. An income tax collector is provided elsewhere, immediately the Press raises the cry it is because Government intends to abolish the "odious tax" A Finance Minister is good or bad according to his power of showing a reduced or increased rate of Income tax. How is he coaxed, flattered, abused, praised, bullied, and threatened in one breath simple that he may not raise the income tax. He may make himself free with other items of incomes. He may play many other tricks, show a deficit, where there ought to be a surplus, may make a low estimate of Income on insufficient grounds, may reduce incomes and increase expenditure right and left to secure a good cash balance next year, people will never oppose blame or abuse him. But let him take care how he meddles with that "hateful impost" the income tax, if he can reduce or abolish it he is left at perfect liberty to do whatever he likes, with the other heads of income and expenditure. A financeer who simply seeks popularity would do well to leave the income tax alone and Mr Temple had he weaker nerves and perhaps more independant powers would have by this time succumbed to public opinion. The Natives of this country know very little of the machinery of the British India Government, and absolutely nothing of the secrets of the financial department. They simply look to the Europeans for such informations and the Europeans naturally care very little for the taxes which others pay and they have the pleasure of spending. If Europeans talk nonsense in matters of finance they are sure to be echoed by Natives, if they raise a hue and cry all the fools of India are sure to join in the cry. If the Europeans look with supreme indifference to other items in the budget it is because the Income tax is the only tax in India which they care for. They have nothing to do with land salt, opium, and stamps what it is to them if Government increases land revenue or stamp tax.? What is to them if Government goes on increasing the cash balances, which Government is doing persistently and silently every year? It was the honest *muffosilite* which first brought the subject of the cash balances before the public and previous to that no European thought it worthwhile to notice it The Natives certainly never noticed it, for they knew nothing about it. The Income tax alone makes a direct attack upon the pockets of Europeans, and the income tax is the only item in the budget which interests them. Thus we can easily understand the reason of the cry raised by the Europeans against the income tax, but it is very strange that Natives should so foolishly join in the cry. Any loss occassioned by the abolition of the income tax, the Natives of the soil will have to make good, what it is to us if the income tax is reduced or increased? The case stands thus: The Government spends a certain sum annually which the Natives pay. now this Government was just enough to per-

cieve that the wealthy Europeans of India, who enjoying all the advantages of a good Government scarcely pay their buota for its maintainance, and created a tax upon incomes to assist the poorer Natives in bearing the heavy burden which a foreign and therefore expensive Government was compelled to impose for its exestence. Should the Natives cry down such a tax, imposed only to lessen their burdens ? For ourselves we deeply thank the India Government for having suffered so much abuse at the hands of Anglo-Indians simply to help the poor people of this country. The *Indian mirror* which ought to know better says " the unanimity of opinion expressed in behalf of all classes in the empire, whether European or Native, official or non-official is not a little remarkable and should afford fair warning to the Government of India against persestence in the policy of the strachey-cum-chapman clique. " If the aristracratic Journal we mean the *Patriot* had said the above, we could have consoled ourselves but for such papers as the *Bengallee* and *Mirror* to be deluded into such a mistake is really to be deplored. Let us be less foolish. After all what have the people of India to do with the income tax ? How many people of this country have heard even the name of such a tax which is said to be so " odiuus " and " hateful ? " Let us clearly see our own position. Out of 100 European about 100 pay the income tax, out of 400 Natives one pays the Income tax. Out of 1000 Europeans one pays the land revenue, out of 1000 Natives 1000 pay the land revenue. Considering the tax from such a low ground we see the Natives of India have very little to do with that so-called hateful impost. There are oppressions no doubt, but overy thing human is imperfect and let be remembered and distinctly understand that only a small portion of the very small number of Natives who pay the tax suffer any inconvenience at all. We have paid our quota and we believe more than we should have paid, but we are quite willing to accept a tax which leaves hundreds of our poorer countrymen untouched. The income tax is on principle sound, tair and equitable anc the exemption of individuals with income below 750 has already removed the only objection that the tax had. The income tax abolished the Europeans will go to sleep again and lea[illegible] the Finance minister quite unfettered to do whatever he likes with his department, the income tax retained will keep them awake and watchful, and without the help of Europeans we can never hope to bring the finances of the country into a satis[illegible]tory state. Let it not be forgotten that [illegible] was the income tax which gave birth [illegible] the finance commttee.

ইংলিশ ম্যান টেলিগ্রাফ দ্বারা সম্বাদ পাইয়াছেন যে রামসিংহের শিষ্য খোখারা লুডিয়ানা জেলায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা মেলের কোটলা আক্রামণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দমন করিতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কৃষি বিভাগ।

কৃষিবিভাগের তত্ত্বাধায়ক হিউম সাহেব প্রস্তাব করিতেছেন যে কৃষি উন্নতির নিমিত্ত জেলায় জেলায় এক একটি আদর্শ কৃষি উদ্যান করা কর্ত্তব্য। এদেশে কৃষি প্রধান এবং দেশের ধন ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে এই বিভাগের উন্নতি হয় গবর্ণমেণ্টের তদ প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত বিশেষ গবর্ণমেণ্টের দিন দিন অর্থের যে রূপ প্রয়োজন হইতেছে এবং দিন দিন যত ট্যাক্স বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে দেশের কোন অর্থ প্রস্রবণ না খুলিলে পরিণামে দেশের সর্ব্বনাশ এবং গবর্ণমেণ্টের অভিষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্পূর্ণ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং হিউম সাহেবের প্রস্তাব দ্বারা হউক আর যাহা দ্বারা হউক যাহাতে এদেশের ধন বৃদ্ধি ও লোকের অবস্থার উন্নতি হয় তদ প্রতি মনোযোগ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। জেলায় জেলায় যদি প্রকৃত এমন কোন উদ্যান করা যায় যাহাতে কৃষকেরা প্রকৃত কৃষি বিষয়ক কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ শাস্ত্র বিষয়ে যথাবিধ বুৎপত্তি অদ্যাপি কাহার জন্মে নাই। কৃষি শাস্ত্র দেশ কাল ভেদে সম্পূর্ণ সতন্ত্র হয়। বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে যখন যিনি এদেশে কৃষির উন্নতি করিতে যত্ন করিয়াছেন তখনই তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সুতরাং হিউম সাহেবের প্রস্তাবিত উদ্যান দ্বারা যে বিশেষ কোন ফল দর্শিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, তবে এরূপ যত্ন করিলে যে সমুদয় ব্যর্থ যাইবে তাহা বলা যায় না। ইংলণ্ডীয় কৃষি প্রণালী দ্বারা এদেশে শাক সুবজার এবং ফল ফুলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ মালিরা যে রূপ উৎকৃষ্ট তরকারি ফল ও ফুল প্রস্তুত করে তাহা দ্বারা বিশেষ প্রতিয়মান হয় যে ইংরাজি কৃষি শাস্ত্র এদেশে একেবারে নিরার্থক হয় না। কোম্পানি বাগানের মালিরা যেরূপ কলম করিতে জানে, মাটি প্রস্তুত করিতে জানে, বৃক্ষের চারা প্রস্তুত করিতে জানে এবং ভিন্ন দেশীয় বৃক্ষ কি উপায়ে এদেশে জল বায়ুর উপযোগী হইতে পারে তাহার উপায় জানে। এদেশীয় মালিরা যে তাহার কিছুই জানেনা তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং হিউম সাহেব আর কিছু না হউক কৃষি উদ্যান দ্বারা এসমুদয়ে উপকার জনক শিক্ষাদেশ ব্যাপিয়া দিতে পারেন কিন্তু চালি দালি প্রভৃতির উন্নতি করা ইহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং হিউম সাহেব যদি ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তবে তিনি দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিবেন। আমরা এ সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রস্তাব ক্রমান্বয়ে লিখি এবং আমরা বোধ করি তাহার সর্ব্ব প্রথমে যাহাতে এদেশের লাঙ্গলের গোরুর উন্নতি হয় তদ প্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। মরকে এবং অন্যান্য কারণে এদেশ হইতে গোরুর বংশ এককালে অপলোপ হইতেছে এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রচুর ও যথা যোগ্য আহারীয়ের অভাবটী সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টজনক। হিউম সাহেব প্রথম ইহার নিরাকরণের যত্ন করুন। গবর্ণমেণ্ট গিনি ও সোরগো ঘাসের চাসের পরীক্ষা এদেশে অনেক দিন অবধি করিতেছেন এবং যদি ইহাতে কোন রূপ কৃত কার্য্য হইয়া থাকেন তবে দেশে এই ঘাসের প্রচলন করা কর্ত্তব্য। গোরুর লালন পালন করা যে অতি কর্ত্তব্য এবং তাহা কিরূপে করা যায় হিউম সাহেব এই শিক্ষাটী কৃষকদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করুন তাহা দ্বারা ও তিনি দেশের বিশেষ উপকার করিবেন। অন্য দেশ জাত গোরু এদেশে আনিয়া যদি এদেশের দুর্ব্বল গোরু বলিষ্ঠ ও দৃঢ়ষ্ট করা যায় তবে দেশের আর একটী মঙ্গল হয় এবং ইহার প্রতি তিনি যথা যোগ্য মনোযোগ দিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। বাঙ্গালার গোমের চাষ প্রচলন করা অতি কর্ত্তব্য এবং ইহার কয়েকটী কারণ আছে। এদেশের কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে যে মাস দুই অন্নাভাবে কষ্ট পায় এবং তন্নিবন্ধন ঋণপাশে চিরকালের তরে জড়িভুত হয় সেই সময় গোম উৎপন্ন হয় সুতরাং গোমের আবাদ দ্বারা তাহারা বিশেষ উপকৃত হইবে। এদেশের লোক দিন দিন যে রূপ দুর্ব্বল হইতেছে তাহাতে গোমের ব্যাপার দেশে প্রচলন বরা অতি কর্ত্তব্য। আমরা বোরো ধানের চাষ দেশে প্রচলনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে কয়েকবার অনুরোধ করি। যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মনোর সাহেব ইহার আবাদ প্রচলন করিবার যত্ন একবার যশোহরে পান, তিনি আবার যশোহর গিয়াছেন, আমরা ভরসা করি তিনি এবিষয় হিউম সাহেবেকে অনুরোধ করিবেন, এদেশীয়দিগের কৃষি বিষয়ক যে জ্ঞান আছে তাহা প্রচুর না হউক তাহা দ্বারা অনেক পরিমাণে কাজ চলিতে পারে। তবে ইহারা একটী বিষয় ভাল জানে না, কোন শস্যের পর কি বুনন করিতে হয় এবং না জানার দরূন অনেক ভুমি পতিত রাখিয়া আবার তাহাদের আবাদ করিতে হয়, হিউম সাহেব এটি যদি শিক্ষা দিতে পারেন তবে চাষাদিগের বিশেষ উপকার হয়। এদেশ কৃষি যন্ত্র গুলির কতক উন্নতি হওয়া আবশ্যক এবং কতক কতক নূতন যন্ত্র প্রচলন দ্বারা কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। তিনি ইহার যদি কোন উপায় করিতে পারেন তাহা হইলেও আমরা তাহা কর্ত্তৃক বিশেষ উপকৃত হইব ফল আমাদের দেশের সকল দোষের মূল হইয়াছে নিধন, যদি প্রচুর অর্থ থাকে চাষারা সময় মত বুনা কাটা করিতে পারে, তাহা হইলে যে প্রণালীতে এক্ষণ কৃষি কার্য্য হইতেছে এই প্রণালী দ্বারা ও দেশের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। এদেশের বর্ত্তমান কৃষি প্রণালী যে রূপ সুলভ পৃথিবীর কোন প্রণালী আর এরূপ অল্প ব্যয়ে হয় না এবং চাষাদিগের দারিদ্রত্ব এইরূপ যে ইহাতেও তাহারা সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতে পারেনা। হিউম সাহেব যে কোন উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করুন তাহাতেই অধিক অর্থের প্রয়োজন করিবে এবং এটাকা চাষারা কোথায় পাইবে ? আমাদের সুতরাঃ ভয় হয় যে পরিণামে গবর্ণমেণ্টের শুভকর যত্ন কেবল অনর্থক অর্থ নষ্টের মূল না হয়।

কলিকাতার লণ্ডন মিশনারি স্কুল গবর্ণর জেনারেল বিশ্ববিদ্যালবয়র অন্তর্গত হইবার অনুমতি করিয়াছেন

—মহারাণী স্বর্ণময়ী বিকানালী নদীর উপর সেতুনির্ম্মানের নিমিত্ত দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

—ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় কে কে উপস্থিত হইবার যোগ্য তাহার একটি পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং এই পরীক্ষায় বাবু আনন্দ মোহন বসু প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৪০২ জন ছাত্র পরীক্ষায় উপস্থিত হন তহার মধ্যে ২২৮জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ইহায় ১৬১ জন প্রথম শ্রেণীতে ও ৬৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—আমরা মিরার হইতে নিম্নোক্ত সম্বাদটি গ্রহণ করিলাম। ১১ জানুয়ারি নলহাটি হইতে আজিম গঞ্জে ডাকট্রলী যাইতেছিল এবং চারি মাইল গেলে সহসা এক দল ডাকাইত আসিয়া ট্রলি আক্রমণ ও লুঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ট্রলিতে ছয় জন মনুষ্য উপস্থিত ছিল, ইহার গার্ড ও অপর একজন ডাকাইত গণ কর্ত্তৃক আহত হইয়াছে, দুইজন পলায়ন করে এবং অপর দুইজনের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। মুরশিদাবাদের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটও দারগা ডাকাইতির অনুসন্ধান করিতেছেন।

—কলিকাতায় এক রূপ নূতন জ্বরবিকারের আবির্ভাব হইয়াছে। এবং কলিকাতার মিউনিসিপলিটির চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তারকে জ্বরের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন।

—গত১লা জানুয়ারিতে জলোন্দার ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকট রেলের গাড়ি দ্বারা একজন ইংরাজের উভয় পদ ভগ্ন প্রায় হয়। তাহাকে হাঁস পাতালে লইয়া গিয়া অস্ত্রদ্বারা পা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

—গত বুধবার ঢাকার ছোট আদালতের জজ লিণ্টন সাহেবের খানসামা অব্বাচ আলীর মোকদ্দামার বিচার শেষ হইয়াছে। ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক টাকা লওয়া অপরাধে আব্বাচের ২ বৎসর কারাবাস এবং ১০০টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে আরো ছয় মাস কারাবাস করিতে হইবে। টাকার জন্য বড় ভাবনা নাই লিণ্টন সাহেব যখন আদালতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রাণপণে এই মোকদ্দামার যোগাড় দিয়াছেন, তখন একশত টাকার জন্য খানসামাকে ছয় মাস কারাভোগ করিতে দিবেন, বোধ হয় না। এই মোকদ্দমার সাক্ষ্য বাক্যে লিণ্টন সাহেবের ও অনেক কথা প্রকাশ হইয়াছে। মোক্তার কেম্প সাহেব এখন হয়ত লাএল সাহেবকে কতকগুলি তিরস্কার করিবেন, তাঁহার বেঙ্গাল টাইম্‌স ত বিচারের পূর্ব্বেই নানামত প্রকাশ করিয়াছেন! অনেকেও ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা এ সকল বিষয় আগামী বারে বিশেষরূপে ব্যক্ত করিব। একজন সাহেব ডেপুটী মাজেষ্টেট স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মোকদ্দমার ফলাফল অবগতির জন্য প্রায় সমস্ত দিন দণ্ডায়নান ছিলেন। হিন্দু হিতৈষিণী।

—এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন বরিসালে কোন মোসলমান পত্নী তাহারা স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতে উদ্যত হয় যে স্বামী তাহার স্তন পান করিয়া কেবল তাহাকে বিরক্ত করে এরূপ নয়, তাহার অল্প বয়স্কা একটী কন্যা আছে, সে আহারে নিতান্ত কষ্ট পায়। স্বামী বলে সে অহিফেণ সেবন করে দুগ্ধ পান না করিলে অহিফেন সেবনে অনিষ্ট হয়, দরিদ্রতা নিবন্ধন দুগ্ধ ক্রয় করিয়া খাইতেও শক্তি নাই সুতরাং স্ত্রীর স্তন্য পান করিয়া সেই রীতি রক্ষা করিতেছে। প্রতিবেশী লোকেরা এই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছে। এই সকল অদ্ভুত মত ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। দরিদ্র অহিফেণ সেবিদিগের এই এক নূতন কৌশল প্রকাশ হইল। পাঠকদের মধ্যে বোধ হয় কেহ অহিফেণ সেবন করেন না?

—ঢাকার পুর্ব্ব জজ বাবু রসিকলাল বসু পেন্সন গ্রহণ পুর্ব্বক কার্য্য পরিত্যাগের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ ও পেন্সন লইয়া পদত্যাগের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ঢাকার ডিসমিস সাধক বৃদ্ধটি পেন্সন লইয়া লোকের ক্লেশ দূর করেন না কেন?

বিবিধ।

আমি আহারান্তে একটু আরাম করিয়া থাকি, আরাম না করিয়া আর কোন কায করিতে পারিনা। এদিকে উদরের প্লীহাটী অন্যায় করিয়া গবর্ণমেণ্টের ভূমি সংক্রান্ত আইন সমুদয় অমান্য করিয়া উদরের গহ্বরের অনেকটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং আহার করিবার সময় বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। অন্ন সমুদায় অন্ন নালী দ্বারা উদরে বল দ্বারা প্রেরিত হয়, এদিকে প্লীহা স্থান দিতে চাহেন না, সুতরাং কলিকাতায় যে রূপ লোকে স্থান না পাইয়া বাটী নির্ম্মাণের সময় ঊর্দ্ধ দিকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ অধিক স্থানের প্রয়োজন হইলে দোতালাকে তেতালা করে, কি তেতালাকে চৌতালা করে সেই রূপ উদরে উভয় অন্নের ও প্লীহার স্থান না হওয়াতে, তাহারা ঠেলাঠেলি করিয়া ঊর্দ্ধ মুখ স্থান করিতে থাকে। যখন এই রূপে উদরে আর ঊর্দ্ধ, অধো, পার্শ্বে কোন দিকে স্থান হয় না; তখন অন্ন আর প্রেরিত হয় না; প্রেরিত হইলেও উহা প্রবেশ করিবার পথ পায় না। তখন উদর যে রূপ আকার ধারণ করে, সে সময় দণ্ডায়মান থাকা, ভ্রমণ করা কি উপবেশন করাও সম্ভব না, সুতরাং কাযেই একটু আরাম করিতে হয়। কল্য এই রূপ আরাম করিতে ছিলাম, চক্ষে নিদ্রা আসিবার যো ছিল না, কারণ নিশ্বাস ছাড়িতে বড়ই কষ্ট হইতে ছিল। অন্ন ও প্লীহাতে স্থান পাইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া নিশ্বাসের ঘর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্যামের রাজার আগমনের কথা ভাবিতে ছিলাম। রাজা যে আমাদের দেশে আগমন করিয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু রাজা কি আমাদের কাছে আসিয়াছেন না ইংরাজ দিগের কাছে আসিয়াছেন? এই ভাবিতেছি, ইহার মধ্যে ইচ্ছা হইল যে রাজার আগমনটি কবিতায় বর্ণনা করি। কিন্তু আমাদের প্রভু ক্যাম্বেল সাহেব ত কবিতার মস্ত বিরোধী পাছে তিনি চটেন এ ভয়ও হইতে লাগিল। আবার ক্যাম্বেলি বাঙ্গালায় কবিতা লিখিতে পারিলে বোধ হয় যেমন রাগ করিবেন তেমনি কিছু সন্তুষ্ট হইলেও পারেন, ইহা ভাবিয়া কবিতা লিখিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু উঠি সাধ্য কি? অনেক চেষ্টা করিয়া কষ্টে কাইৎ হইয়া, (কারণ উবুড় হইবার সাধ্য ছিল না) লিখিতে লাগিলাম:—

"আইলেন বাঙ্গালায় শ্যামের রাজন।"

কিন্তু রাজন কাটিতে হইল, কারণ রাজন সংস্কৃত কথা, কাটিয়া পরে লিখিলামঃ—

আইলেন বাঙ্গালায় শ্যামের মণ্ডল।
গড়ের মাঠে যেয়ে দেখি ভারি গণ্ডগোল॥
গাড়ী, ঘোড়া, গোরা, কালা তুরুক সোয়ার।
কামানের আওয়াজ হোল কত বার॥
কত যে তামাসা হবে কে করে ঠিকানা।
সাত রোজ ধোরে এই হবে কারখানা॥

ধুয়া

খরচ ঢের হবে।
তা তো হবেই হবে॥
খরচ দিবে কারা।
সে বেলায় আমরা॥
আমোদ করবে কারা।
সে বেলায় তাহারা॥

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ভবিতেছি আর কি লিখিব এমন সময় দেখি হন্ হন্ করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ দীর্ঘ কায একটী ভদ্র লোক আসিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে কখন দেখিনাই কিন্তু ভাবে বোধ হইল যে কি কারণে কাহার উপর ক্রুদ্ধ আছেন। পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া একটু ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'মহাশয়, আপনি কি অমৃত বাজার পত্রিকায় বিবিধ লিখিয়া থাকেন" আমি ভদ্র লোকটীর ক্রোধের কারণ বুঝিতে নাপারিয়া একটুক দিশেহারা হইয়া ঘোঙ্গরাইয়া বলিলাম "আজ্ঞা হা"

ভদ্র। "আপনি বড় — ভদ্র লোকটী বড় বলিয়াই চুপ করিলেন। আমি তখন আরো মৃদু স্বরে বলিলাম বলুন কি বলছিলেন যে?

ভদ্র। "না মহাশয় আপনি বড় —" আবার বড় বলিয়া ঐরূপ চুপ করিলেন। তখন আমার একটু সাহস হইয়াছে। আমি বলিলাম বলুন মহাশয় আমি বড় কি? আমি বড় বিদ্বান না মূর্খ ভাল না মন্দ, ধার্ম্মিক না অধার্ম্মিক, কি বোলছিলেন বলুন না?

আমি একটু ব্যঙ্গ স্বরে এইকথা গুলি বলিয়াছিলাম, বোধ হয় ভদ্র লোকটী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিমি ইহাতে আর একটু অধিক ক্রোধের স্বরে বলিলেন "আপনি আপনি যাই বলুন মহাশয়, আপনি বড় —" আবার চুপ। ইহতে আমি বলিলাম "আচ্ছা ভাল আপনি আপনি, যাই বলুন মহাশয় আপনি ছাট —"ভদ্র লোকটী ইহাতে যেন আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, । "না মহাশয় আপনি বড়—।" আমি। না মহাশয় আপনি ছোট—

ভদ্র। কি মহাশয় কাম্বেলি বাঙ্গালা লিখিয়াছেন? ও কি? উহা কি না লিখলে হোতনা?

আমি। তা হোতো বইকি। না লিখলে সচ্ছন্দে হোত।

ভদ্র। তবে লিখলেন কেন? যেখানে না লিখলে হোত সেখানে আপনি কেন লিখেন, আমার এই কথাটীর উত্তর দেন মহাশয়?

আমি। এ আপনি উচিত কথা বলেছেন, ইহার উত্তর অসম্ভব।

ভদ্র। তার পর, আপনি চিংড়ির ঝোল লিখলেন কেন?

আমি। তবে লিখব কি?

ভদ্র। কেন ভেটকির ঝোল, টেঙ্গারার ঝোল এ কি দিলে হোত না।

আমি। তা হোত।

ভদ্র। তবে ভেটকি কি টেঙ্গারা কি খলিসা থাকিতে আপনি চিঙ্গড়া কেন লিখেন তাহার ষোল আনা উত্তর আপনার দিতে হইবে।

আমি। আমি দুই এক দিন চিন্তা না করিয়া ইহার উত্তর দিতে পারিনা।

ভদ্র। আপনি দেখি বেশ লোক। মস্তমস্ত লোকের গ্লানি করেন ধরিতে গেলে অমনি পলায়ন করেন, আচ্ছা "দড়ি পাকাইয়া" লিখেন কেন? আপনি দড়ি পাকাইতে দেখিয়াছেন? বলুন আপনার খুপ দির্ব্বি আছে। আপনি সপথ করিতে পারেন?

আমি। একটু স্থির হউন।

ভদ্র। মহাশয়, মহাশয় আপনি ভদ্র লোক কাগজে লিখেন, আচ্ছা আপনি সাত কড়ি বিশ্বাস কে কখন চক্ষে দেখিয়াছন, আর যদি দেখিয়া থাকেন কখন তাহাকে দড়ি পাকাইতে দেখিয়াছেন? আপনি কাম্বেলি বাঙ্গালা ভান করিয়া একটী মস্ত ভদ্র লোককে গ্লানি করিয়াছেন। আপনি সচ্ছন্দে লিখিয়াছেন "কিন্তু সাত কড়ি বিশ্বাস ইহার কিছু দড়ি পাকাইয়া" ইহার কিছু দড়ি পাকাইয়া? কিছু কেন সাত কড়ি মোটে দড়ি পাকান না, পাকাইতেও পারেন না! ইহা জানিয়শুনিয়া আপনি এ দেশের একটী অধানলোককে গ্লানি করিয়াছেন,এই কিসম্বাদ কোচিত কার্য্য?

আমি। আপনি ভারি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখি যে?

ভদ্র। ক্রুদ্ধ হবো আবার না।

আমি। আপনিকে?

ভদ্র। আমিই সেই হতভাগা সাতকড়ি।

সূর্য্য॥

অরুণের আগমন পাইয়ে সন্ধান,
অন্ধকার সনে নিশি করিল প্রস্থান।
উঠ উঠ দিবাকর, কিবা রূপ মনোহর,
অপরূপ আভাময় তোমার বিমান।
ধরা ধনী নীলাম্বর করি পরিহার,
পরিলেন পীতবাস কিরণে তোমার।
বিষাদে বিষণ্ণ মুখে বিহঙ্গম কুল,
নীরবে বিসয়ে ডালে আঁধারে আকুল,
পেয়ে তব দরশন আনন্দে মোহিল মন,
গাইল বিভাস রাগে সঙ্গীত মঞ্জুল।
কলকণ্ঠ সহকারে ললিতে কুহরে
বিমোহিত জন মন সুমধুর স্বরে।

নাহি আর অন্ধকার, কোথা পালাইল,
গিরীশ গহ্বরে বুঝি গিয়ে লুকাইল,
কেহবা ভানুর ডরে, কাফ্রির কলেবরে,
কেহবা কামিনী কেশে এসে মিশাইল;
অবশিষ্ট অন্ধকার অন্ধ কূপে যায়;
খলের হৃদয়ে গিয়ে অথবা মিশায়।

নিরানন্দে নৈশ নীরে নলিনী সুন্দরী,
বিষাদিনী ছিল দামে বদন আবরি;
বিভাকর নবোদয়ে, আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,
হাস্যমুখী সরোজিনী সরসী ঈশ্বরী;
দোদুল্য প্রফুল্ল কায় প্রভাত সমীরে,
হেরে পতি বুঝি সতী কাঁপে ধীরে ধীরে।
অনল বেলুন বৎ বিমল আকাশে,
ভাসি ভাসি প্রভাকর প্রভা পরকাশে,
প্রাপ্ত হইয়ে আলোক, পুলকে পূর্ণিত লোক,
স্বকার্য্য সাধনে সব নিমগ্ন আশ্বাসে।
কৃষক চলিল মাঠে স্কন্ধে হলধরা,
সুকুমার তাপে মাটি হয়েছে উর্ব্বরা।

মধ্যাহ্নে মিহির তব করাল কিরণ,
ফিরাইতে তব পানে পারিনা নয়ন,
কর রশ্মি বিতরণ, অনুমান বরিষণ,
অনল কণিকা পুঞ্জ উত্তাপ ভীষণ।
সে সময় সুশীতল তরুর ছায়ায়
বসিলে দুর্ব্বার দলে জীবন জুড়ায়।

দে জল দে জল বলি ডাকে চাতকিনী,
পিপাসায় প্রাণযায় তবু পাতকিনী,
খাবেনা নদীর নীর, নীরদ হইলে ক্ষীর,
পড়িবে ছড়ায়ে যবে তাপিত মেদিনী,
উড়িয়ে উড়িয়ে পান করিবে তাহায়,
স্বভাব অঙ্কিত রেখা কে ছাড়িয়ে যায়?

সে সময় সুশীতল বরফের জল,
পরিতৃষ্ট করে দেয় হৃদয় কমল,
তৃষ্ণায় উত্তপ্ত প্রাণ বার বার করে পান,
অনুমান পশিয়াছে হৃদয়ে অনল।
কে করিবে শীত কালে বরফে যতন,
অভাব বিহনে ভাল লাগেকি পূরণ?

অপার মহিমা তব আদিত্য মহান,
পৃথিবীর পয়োলয়ে পৃথ্বীকে প্রদান,
আতপে তাপিয়ে জল, উঠাইয়ে বাষ্পদল,
নবীন নীরদ কুলে কর বিনির্ম্মাণ;
বারিরূপে বারিদের ধরায় পতন,
ফিরে তার কোলে যেন এল হারাধন।
তেজঃ পুঞ্জ ত্বিষাম্পতি প্রচণ্ড প্রতাপ,
ক্ষুদ্র রাহু করে গ্রাস এবড় প্রলাপ;
লোকেকরে হাহাকার, দিবসেতে অন্ধকার,
তপন নিধন হায় একি পরিতাপ।
পুনঃ প্রকাশিত তুমি পৃথ্বী প্রভাময়,
লুকাচুরি খেলাতব গ্রহণ ত নয়।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের স্থির বিবেচনা,
গ্রহণ রাহুর গ্রাস কবির রচনা;
গতিক্রমে নিশাপতি, পৃথ্বী রবি মধ্যে গতি,
একটি সরল রেখা তিনের ধারণা,
তখন তপনে শশী করে আবরণ
অমনি অবনী তলে উদয় গ্রহণ।

নয়নের ছলে বলি সূর্য্যের "গমন"
চলিলে তরণী যথা কুলের চলন,
স্থিত ভানু এক স্থলে, ঘুরিতেছে গ্রহ দলে,
অবিরত রবিকায় করিয়ে বেষ্টন।
মার্ত্তণ্ড প্রতাণ্ড অঙ্গ নাহি পরিমাণ
ধরার সহস্র গুণ হয় অনুমান।

হয়ত সবিতা তুমি সহ গ্রহ গণ,
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্যে বেড়ে করিছ ভ্রমণ
তোমার সমান কত, ঘোরে ভানু অবিরত,
গ্রহ সহ সেই সূর্য্যে করিয়ে বেষ্টন,
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্যে পরে স্বদলে লইয়ে,
ভ্রমিতেছে শ্রেষ্টতম তপনে বেড়িয়ে।
তা বড় তা বড় সূর্য্য আছে পর পর,
অনাদি অনন্ত দেব পরম ঈশ্বর,
উপবিষ্ট সর্ব্বোপর জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
নিমেষে হতেছে সৃষ্টি শত প্রভাকর।
গগণে অগণ্য তারা কে তারা কে জানে,
তা বড় তা বড় সূর্য্যে জ্যোতির্ব্বিদে মানে।

ল্যাপলাণ্ডে একবার হইয়ে উদয়,
ছয়মাস প্রভাকর প্রকাশিত রয়;
দেবের আরতি যায়, ব্রাহ্মণেরা নাহি পায়,
সন্ধ্যাকরিবার কাল সন্ধ্যার সময়
মুসলমানের রোজা ভাঙ্গেনা দুমাস,
হয় ধর্ম্ম লোপ নয় জীবন বিনাশ।
ছয় মাস নিরন্তর থাকে অন্ধকার,
কালনিশি অনরূপ নিশির আকার;
নিশিতে করিছে স্নান, নিসিযোগে পূজাধ্যান,
সম্পাদন নিসিযোগে আহার বিহার,
সাগরেমারিয়ে তিমি তেলের সঞ্চয়,
ছয় মস অবিরত তাতে আলো হয়
যমুনা তনয়া তব শ্যামল বরণ,
বিরাজিত তটে তার সুখ বৃন্দাবন;
যমুনার উপকূলে লইয়ে গোপিনী কুলে,
করে কেলী বনমালি মুরলীবদন।
সুবাসিত স্বচ্ছবারি শীতলতাময়,
স্নানে পানে পরিতৃপ্ত মানব নিচয়।
দুর্দ্দান্ত অঙ্গজ তব ভঙ্গি ভয়ঙ্কর,
শুনিলে তাহার নাম অঙ্গে আসে জ্বর;
আতঙ্ক মণ্ডিত রূপ, আঁখি দুটি অন্ধকূপ,
সুগোল গভীর কাল ঘোরে নিরন্তর,
উচ্চ গণ্ডে কালশিরা করাল ভুজঙ্গ,
নাকের নাহিক চিহ্ন কেবল সুডঙ্গ।

ভয়ানক গন্নাকাটা দন্ত দেখা যায়,
বিষমাখা খড়্গ শ্রেণী যেন শোভা পায়;
পেটের প্রকাণ্ড খোল, অবিরত গণ্ডেগোল,
আবরণ চর্ম্ম উড়ে গিয়াছে কোথায়,
নাড়ীতে জড়িত কত ভূত ভয়ঙ্কর,
গৃধিনী শকুনি শুনি শিবা নিশাচর।

এ ষণ্ড মার্ত্তণ্ড তব যোগ্য সুতনয়,
বাপের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়,
সাহাসিক বলবান, অকাতরে করেদান,
কল্পতরু হয় জ্ঞান ধরায় উদয়,
দয়ার কারণে তার দাতা কর্ণ নাম,
যা যাচিবে তাই দিবে পূর্ণ মনস্কাম।

বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীত-সমালোচনী।

আমরা সংগীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তার রূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা-গ্রাহকগণ কলিকাতা, নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হরমোহণ ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

রুক্মিণী হরণ নাটক

বিখ্যাত নাটক লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণিত মূল্য ॥০ আনা। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন।

১৭ শ বৎসর বয়স্কা বারেন্দ্র শ্রেণী একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কুন্যা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইতে সম্মত আছেন। ইনি সাতিসয় সুশ্রী, সচ্চরিত্রা এবং বিদ্যাবতী। ত্রয়োদশ বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছেন। বর ব্রাহ্মণ জাতিয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণী হইলেই ভাল হয় কিন্তু জ্ঞাতি তে ব্রাহ্মণ হওয়া নিতান্ত আবীশ্যক যাহার এসম্বন্ধ্য কিছু লেখা আবীশ্যক হয় তিনি অমৃত বাজারের প্রিণ্টারের নিকট পত্র লিখিবেন। বসম্বাদ

জ্ঞিাপন।

চরিতাষ্টক মুল্য ॥০ } (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (৪) কৃষ্ণ পান্তী, (৫) রাজারাম মোহন রায়, (৬) মতিপাল, (৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যয়; (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যয়। ইহাঁদের জীবন চরিত।

পদ্য ময় মুম্য ৵০ } ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এই সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ১৩ নং বাটীতে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীময় ঘটক

READY FOR SALE.

A DIGEST of the Acts and Regulations for the Subordinate Executive Service Examination—price ~~Rs~~ 8; also a COMPILATION of the Acts and Regulations for B. L. and Pleadership Examinations – price ~~Rs~~ 9. Apply to Hridoy Chundra Dass Manager of the Victoria Press, 3, Bisshanath Mattylal's Lane, Bowbazar, CALCUTTA.

NOTICE

A Novel full of Mystiries in Bengali.

আমার গুপ্তকথা, ২য়পর্ব্ব ২৪ফরমায় সমাপ্ত হইয়া রঙ্গিন ঠাইটলে বাঁধান হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রিত হইতেছে। মূল্য ৸/ ডাক মাসুল ৵ আনা, ৩য় পর্ব্বের ৫৫সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইযাছে। প্রতি ফরমার নগদ মুল্য অর্দ্ধ আনা, কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়। সাহাজানে দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীরপুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে॥ এই তিন খানি পুস্তক কলকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

ভারতবর্ষের ভুবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। মুল্য ।০ মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।

জ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অমৃত বাজার পত্রিকা আফশ কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের গলি ৫২ নং বাটিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পত্রাদি সেখানে পাঠান হয়।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্তরিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছোমা বৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাকমাশুলছয় আনা

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্তা হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপেজিটারিতে. কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেবিতে, এবং নিম্ন স্বক্ষর করীর নিকট তত্ত্ব কবিলে পাওরা যাইবে গ্রহণেচ্ছক মহাশয়ের মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদে রাম বন্দপাধ্যায়ের গলি ২৫নং বাটিতে শ্রীযুক্তবাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এইপুস্তনি প্রকশ হইরাছে। মুল্য এক টাকা কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

অবকাশ রঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাক যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রে নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্ট গ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুইহার গ্রন্থকর্ত্ত

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণনগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশিপুর

বাবূীন ন অদাথ সেন,

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকায় মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহা নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার মূল্যেরটিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র অমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা
যান্মাসিক ৪৷৷০
ত্রৈমাসিক ৩৸

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের

মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ও ততোধিক বার

☞ এই পত্রিকা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।